যুগান্তর

তারিখ 1 APR 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি

দুই শতাধিক অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

অনেক নাটকীয়তার পর অবশেষে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে সংরক্ষিত 'অসচ্ছল ও মেধাবী' কোটায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় ২১২ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ আলতাফ হোসেনকে সভাপতি ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফকে সদস্য সচিব করে গঠিত নয় সদস্যের যাচাই-বাছাই কমিটির এক বৈঠক শেষে সর্বসম্মতিক্রমে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। সংরক্ষিত অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় পছন্দের প্রার্থীকে ভর্তির জন্য একাধিক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, বিচারপতি ও চিকিৎসক নেতাদের জোর তদবির ও সুপারিশ থাকলেও চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে মেধাকে অগ্রাধিকার ও পরে অসচ্ছলতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। উর্ধ্বতন তদবির-সুপারিশের চাপ থেকেই নয়, বাংলাদেশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত মোট আসনের ৫০টিতে গভর্নিং বডির মাধ্যমে ভর্তির কথা শোনা গেলেও মন্ত্রণালয় সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে মেধা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে সংরক্ষিত সব আসনে শিক্ষার্থী নির্বাচিত করে। শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে আপাতত এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও মন্ত্রণালয়ের এমন কর্মকাণ্ডে বিপিএমসিএ নেতারা অখুশি ও মনোক্ষুণ্ন। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি একই সঙ্গে ১০ অপেক্ষমাণ মেধাবী শিক্ষার্থীর তালিকাও প্রকাশ করা হয়। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ৫ এপ্রিলের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে ৬ এপ্রিল থেকে অপেক্ষমাণ তালিকার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ দাবি করেছেন, অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলার সুযোগ পাবে না। তিনি জানান, বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংরক্ষিত আসনে মোট ১৬শ'র বেশি আবেদনপত্র জমা পড়ে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মেধাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিপিএমসিএ'র সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, যে সমঝোতার ভিত্তিতে তারা মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, মন্ত্রণালয় সেভাবে কাজ করেনি। বিপিএমসিএ নেতারা ৫০টি আসনে কলেজের গভর্নিং বডির মাধ্যমে ভর্তির দাবি করেছিলেন। মন্ত্রণালয় এতে সম্মতিও দিয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার বৈঠকে গিয়ে তিনি দেখতে পান, গভর্নিং বডির কোটায় একজনকেও ভর্তির জন্য রাখা হয়নি। তিনি বলেন, চলতি সেশনে যারা আগে ভর্তি হয়েছে, সেই শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই তিন মাস ক্লাস করে এগিয়ে গেছে। সংরক্ষিত এ কোটায় ভর্তি নিয়ে নানা জটিলতার কারণে এখনও তারা ক্লাসে যোগদান করতে পারেনি। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে তারা সন্তুষ্ট না হলেও শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে তারা তা মেনে নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে মন্ত্রণালয়ের তৈরি শিক্ষার্থীর তালিকার প্রশংসা করেন। অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে গত প্রায় চার মাস ধরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ও চ্যালেঞ্জ করে বিপিএমসিএ উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করেছিল। মন্ত্রণালয় পাল্টা রিট খারিজের আবেদন করেছিল। পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হকের সঙ্গে বিপিএমসিএ নেতাদের বৈঠক ও সমঝোতার ভিত্তিতে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। চূড়ান্তভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও তা মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলমান জটিলতার অবসান হওয়ায় মন্ত্রণালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চূড়ান্তভাবে শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেধাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মেধা তালিকার ভিত্তিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৭০ ভাগ মেধা ও শতকরা ৩০ ভাগ অসচ্ছল হিসেবে দিয়ে ফলাফল তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয় ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাবের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ থেকে ১১ পয়েন্ট ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকা হলে সে শিক্ষার্থী ১১-এর মধ্যে ১১ পয়েন্ট পাবে। আবার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কম-বেশির ওপর নম্বর পাবে। জানা গেছে, স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্ধারিত ছক অনুসারে কোন শিক্ষার্থী ২৮ আবার কোন শিক্ষার্থী ১৪-১৫ পেয়েছে। এ প্রক্রিয়াটি স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা একাই করেছেন। কেউ কেউ সেখানে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মার্কিং করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে অসচ্ছল কোটায় কোন শিক্ষার্থীকে কত নম্বর কি হিসেবে দেয়া হয়েছে, সে সংক্রান্ত কোন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংরক্ষিত কোটায় ভর্তির জন্য চলতি বছর কলেজ ভেদে— বাংলাদেশ মেডিকেল ৬, সমাজভিত্তিক ৫, ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড হেলথ সায়েন্স ১০, জহুরুল ইসলাম ৫, মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন ৪, জেডএইচ শিকদার ৫, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ৭, কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ ৬, জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া ৮, শহীদ মনসুর আলী ৫, নর্থ ইস্ট ৬, হলি ফ্যামিলি ৬, ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ৫, নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ৩, ইস্টওয়েস্ট ৫, কুমুদিনী ৬, [illegible] ৪, ইব্রাহিম ৬, বিজিসি ট্রাস্ট ৫, শাহাবুদ্দিন ৪, এনাম ৬, ইসলামী ব্যাংক ৩, ইবনে সিনা ৪, সেন্ট্রাল মেডিকেল ৩, ইস্টার্ন ৪, খাজা ইউনুস ৪, চট্টগ্রাম মা ও শিশু ৪, সিলেট উইমেন ৪, নাইটিঙ্গেল ৩, সাউদার্ন ৩, নর্দান ইন্টারন্যাশনাল ৩, উত্তরা আধুনিক ৪, ডেল্টা ৪, আদ্-দ্বীন ৪, কমিউনিটি মেডিকেল ৩, টিএমএসএস ৪, আনোয়ার খান মডার্ন ৪, রংপুর কমিউনিটি ৪, নর্দান প্রাইভেট ৩, ফরিদপুর ডায়াবেটিক ৩, গ্রীন লাইফ ৪, পপুলার ৪, সমরিতা ৪, [illegible] ৩, সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল ৩, ডা. সিরাজুল ইসলাম ৩ ও মার্কস মেডিকেল কলেজ ৩।